omeca
admission coaching

সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির নিয়মাবলী

■ ***ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা (শিক্ষাবর্ষ ২০০৯-১০) ঃ***

(ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

(খ) যাহারা ২০০৬ ইং সনের পূর্বে এসএসসি/দাখিল/ও-লেভেল/১০ম গ্রেড/সমমান পরীক্ষায় পাস করিয়াছে তাহারা আবেদনের যোগ্য নহে।

(গ) যাহারা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যাসহ এইচএসসি/আলীম/এ-লেভেল/১২তম গ্রেড/সমমান পরীক্ষায় ইং ২০০৮ এবং ২০০৯ সনে পাস করিয়াছে তাহারাই কেবল মাত্র আবেদনের যোগ্য।

(ঘ) S.S.C. ও H.S.C. এই দুই পরীক্ষায় জিপিএ দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৮.০০ থাকতে হবে।

(ঙ) পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ উপজাতীয় এবং তিনটি পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জিপিএ এর যোগফল ন্যূনতম ৭.০০ থাকিতে হবে।

(চ) S.S.C. ও H.S.C. বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০ (পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য ৩.০০) এর নিচে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ছ) H.S.C. তে জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ হইতে হবে।

ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ঃ

যাহারা বিদেশী শিক্ষা কার্যক্রমে মাধ্যমিক ও উচচ-মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের নম্বর পত্র জিপিএ তে পরিবর্তন করিয়া ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। "ও" লেভেলের জন্য ৫টি বিষয় (Best Five) ও ঐচ্ছিক বিষয়ে অর্থাৎ অতিরিক্ত বিষয়ে জিপিএ ২.০০ (দুই) পয়েন্ট এর অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর এবং "এ" লেভেলের জন্য ৩টি বিষয় (Biology, Chemistry & Physics) বিবেচনা করা হয়।

■ ***ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম, বিষয়, ধরন, নির্ধারিত নম্বর ও সময় ঃ***

বিষয়	প্রশ্ন সংখ্যা	ধরন	নম্বর	সময়
পদার্থবিদ্যা	২০টি	M.C.Q.	১০০ নম্বর (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর)	১ঘন্টা
রসায়নবিদ্যা	২৫টি			
জীববিদ্যা	৩০টি			
ইংরেজী	১৫টি			
সাধারণ জ্ঞান	১০টি			

M.C.Q. তে প্রতি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হয়।

■ ***মেডিকেল কলেজ ও আসন সংখ্যা ঃ***

মোট মেডিকেল	সর্বমোট আসন	ঢাকা, সলিমুল্লাহ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী মেডিকেল	বেগম খালেদা জিয়া, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ	কুমিল্লা, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ	পাবনা, নোয়াখালী, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ
১৭টি	২৩১০টি	প্রতিটিতে ১৭৫টি করে সর্বমোট ১৪০০টি	প্রতিটিতে ১২৫টি করে সর্বমোট ৫০০টি	প্রতিটিতে ১০০টি করে সর্বমোট ২০০টি	প্রতিটিতে ৫০টি করে সর্বমোট ১৫০টি

■ ***ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ***

লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের সাথে S.S.C. এর জিপিএ কে ৮ দ্বারা এবং H.S.C. এর জিপিএ কে ১২ দ্বারা গুণ করে যোগ করে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মেধা কোটায় ৮০% ও জেলা কোটায় ২০% প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রার্থীর দেওয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

■ ***গত বছর ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী ঃ*** ৭ নভেম্বর ২০০৮ ইং।

■ ***সংরক্ষিত আসন ঃ*** ৩টি পার্বত্য জেলার উপজাতীয়/অ-উপজাতীয় (১২ টি) এবং অন্যান্য জেলার অ-উপজাতীয় (৮ টি) প্রার্থীদের জন্য সর্বমোট ২০(বিশ) টি আসন সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ৪০টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকে।

■ ***ওয়েবসাইট ঃ*** www.dghs.org.bd

আবেদনপত্রের সাথে যে সমস্ত সনদসমূহ সংযুক্ত করিতে হয়

সাধারণত প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নলিখিত সনদসমূহ সংযুক্ত করিতে হয়,

১। মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মার্কসিটদ্বয়ের সত্যায়িত ফটোকপি।

২। মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার পাশের সনদ/প্রশংসা পত্রদ্বয়ের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩। সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি (৪টি)।

৪। সংরক্ষিত আসনের জন্য সংশি-ষ্টসনদের সত্যায়িত ফটোকপি ।

৫। নাগরিকত্ব সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

omeca
admission coaching